সমকাল

তারিখ ... 10 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিশুদের স্কুল হোক আনন্দময়

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণকে আমরা দিকনির্দেশনামূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করি। তার ভাষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি : এক. ভর্তি হওয়ার বয়স হলেই প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যাবে। এজন্য কোনো লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং সেখানে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার; দুই. শহর ও গ্রাম সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে, যাতে সব ধরনের শ্রেণী ও পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি পরিবার তাদের সন্তানদের সেখানে ভর্তি হতে আগ্রহবোধ করে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। শহরের সচ্ছল পরিবারগুলোর সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে ভিড় জমায়। মধ্যবিত্তদেরও চেষ্টা থাকে যত ব্যয়ই পড়ুক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় কিংবা সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল কিংবা হলিক্রস-ভিকারুন নিসা স্কুলের মতো কোনো প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করানোর। বিশেষভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের আকৃষ্ট করাতে শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ সময়োপযোগী। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট সবাই এ বিষয়ে দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন; তিন. প্রতিটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে তার নিজের এলাকায়। এতে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের কষ্ট কম হবে এবং পরিবারের এ খাতে ব্যয় সাশ্রয় হবে। উন্নত বিশ্বে এমন ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক মানোন্নয়ন। এ দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। তবে সচ্ছল ও বিদ্যোৎসাহী পরিবারগুলো যদি নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়াতে সচেষ্ট হন, তাহলে সুফল পেতে খুব সময়ের প্রয়োজন পড়বে না। সাধারণভাবে সরকারি বিদ্যালয়গুলো থাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। প্রতিটি মহল্লা ও গ্রামের অভিভাবকরা যখন বুঝতে পারবেন যে তাদের সন্তানদের পড়াতে হবে সেখানেরই সরকারি বিদ্যালয়ে, তাহলে সেখানের শিক্ষার মান বাড়াতে তারা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করায় যেন কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়, বরং বাড়িয়ে দেওয়া সহযোগিতা উৎসাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা গ্রহণ করে; তেমন ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রধানমন্ত্রী নিজেও ধনবানদের প্রতি নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অর্থসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন; চার. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মান উন্নত, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করা। প্রতিটি পরিবারেই শিশুকে খাওয়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা একই ধরনের খাবার প্রতিদিন খেতে চায় না। তাহলে বিদ্যালয়ে কেন প্রতিদিন একই ধরনের বিস্কুট বা শিঙাড়া দেওয়া হবে? আমরা জানি, শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর থেকেই। এখন বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী প্রায় শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়ে সবার জন্য বিদ্যালয়ের দুয়ার খোলা। সরকার তাদের বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করে দিচ্ছে। শিশুদের সেখানে অবস্থানের সময় যেন আনন্দময় ও উৎসবমুখর থাকে, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। এজন্য সরকারের বিনিয়োগের পাশাপাশি যদি বেসরকারি সহায়তা যুক্ত হয়, তাহলে প্রতিটি এলাকার বিদ্যালয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তখন আর মুষ্টিমেয় বিদ্যালয় 'ভালো' এবং বাদবাকি বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান 'মাঝারি কিংবা নিম্নমানের' বলে গণ্য হবে না, বরং দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গণ্য হবে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে।